তারিখ ... 09 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 6 ...

কালের কণ্ঠ

প্রাথমিকের শাস্তি নিয়ে দায়সারা নির্দেশনা

শরীফুল আলম সুমন ▷

শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি বন্ধ করার বিষয়ে ২০১০ ও ২০১২ সালে দুটি পরিপত্র জারি করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ ব্যাপারে হাইকোর্টের নির্দেশনাও রয়েছে। কিন্তু শাস্তির বিষয়গুলো পরিপত্রে স্পষ্ট নয়। তাই সেগুলো কার্যকর হচ্ছে না। সর্বশেষ নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে দায়সারাভাবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গত মাসের শুরুতে প্রাথমিক শিক্ষা ও শিশুদের অধিকার বিষয়ে সক্রিয় একাধিক সংগঠন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

প্রাথমিকের শাস্তি নিয়ে দায়সারা নির্দেশনা

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করে। আলোচনার পর নতুন করে নির্দেশনা জারির সিদ্ধান্তের কথা জানান মন্ত্রী। সেই নির্দেশনা প্রধান শিক্ষকের কক্ষে টানিয়ে রাখতে হবে বলেও জানানো হয়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দায়সারা দায়িত্ব পালন করেছে। গত ২০ মার্চ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে বটে, তবে শিক্ষকরা এর কথা এখনো জানেন না।

প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা বলছেন, আগেই তো পরিপত্র ছিল। তা মানা হচ্ছে না বলেই নতুন নির্দেশনার দাবি তোলা হয়েছিল। কিন্তু যে নির্দেশনা দেওয়া হলো তার মধ্যে নতুন কিছুই নেই। আর এটা প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষকদের কাছে পৌঁছবে কি না সন্দেহ রয়েছে। মন্ত্রী পরিপত্রের নির্দেশনাবলি প্রধান শিক্ষকের কক্ষে ঝুলিয়ে রাখতে বলেছিলেন। সে ব্যাপারেও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাঁরা জানান, প্রয়োজনে এ বিষয়ে আবার মন্ত্রীর সঙ্গে বসবেন তাঁরা।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সম্প্রতি আমরা কয়েকটি উপজেলায় সার্ভে করে দেখেছি, ৪০ শতাংশ স্কুলেই কোনো না কোনো রকম নির্যাতন চলছে। আমরা দেখেছি, বেশির ভাগ শিক্ষক পরিপত্র সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানেন না। আর যে পরিপত্র রয়েছে সেটাও অত্যন্ত দুর্বল। এতে শাস্তির বিষয়গুলো পরিষ্কার করা হয়নি। গত মাসে মন্ত্রী মহোদয় আমাদের জানিয়েছিলেন, নতুন নির্দেশনা জারি করা হবে এবং তা প্রধান শিক্ষকের কক্ষে টানিয়ে রাখতে হবে। এখন যদি দায়সারাভাবে একটি নির্দেশনা দিয়ে বিষয়টি শেষ করা হয় তবে তা হবে দুঃখজনক। তাহলে আমরা আবারও এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বসব।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব জাজরীন নাহার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের শাস্তি প্রদান করা যাবে না এমন নির্দেশনা দিয়ে আমরা দুটি পরিপত্র জারি করেছি। এখন আর নতুন করে কিছু বলার নেই। তাই একটি নির্দেশনার মাধ্যমে আগের পরিপত্র মানতে বলেছে অধিদপ্তর।'

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা বলছেন, তাঁরা শাস্তি বন্ধের পরিপত্রের কথা জানলেও তা টানিয়ে রাখতে হবে কি না জানেন না। আর গত ২০ মার্চ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁরা এখনো জানেন না।

বগুড়ার শাজাহানপুরের সাজাপুর ফুলতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জুলফিকার আলী বলেন, 'শিশুদের শাস্তি দেওয়া যাবে না তা আমরা জানি এবং মেনে চলি। পরিপত্রটি আমরা একাধিকবার পড়েছি। আমাদের কাছে সংরক্ষিতও আছে। কিন্তু তা টানিয়ে রাখতে হবে এমন কথা বলা হয়নি। কিছুদিন আগে সংবাদমাধ্যম থেকে জেনেছি, মন্ত্রী মহোদয় শাস্তি বন্ধে নতুন নির্দেশনা পাঠানোর কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা এখনো তা পাইনি।'

বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতির যুগ্ম আহ্বায়ক ও রাজধানীর হাজারীবাগ বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস এম ছায়িদ উল্লা বলেন, 'আমরা শিশুদের শাস্তি দিই না। এ বিষয়ে পরিপত্র ফলো করি। তবে এই পরিপত্র টানিয়ে রাখার ব্যাপারে আমাদের কিছু বলা হয়নি। নতুন নির্দেশনা আমাদের কাছে এখনো পাঠানো না হলেও আমি ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি জেনেছি।'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি অ্যান্ড অপারেশন) মো. আনোয়ারুল হক বলেন, 'শিশুদের শাস্তি দেওয়া শিশু অধিকারের পরিপন্থী। তাই মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে শাস্তি বন্ধে আগের পরিপত্র মেনে চলতে আমরা নতুন করে নির্দেশনা পাঠিয়েছি। পরিপত্র টানিয়ে রাখার ব্যাপারে নির্দেশনায় কিছু বলা হয়নি। নির্দেশনা জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা পেয়েছেন। তাঁরা প্রতি মাসের ১০-১১ তারিখে প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানেই হয়তো নতুন নির্দেশনার বিষয়ে জানিয়ে দেবেন তাঁরা।'

প্রসঙ্গত, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১০ সালের পরিপত্রে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক শাস্তি দেওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হলো। শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়া অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে। প্রধান শিক্ষকরা নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শাস্তি বন্ধে ব্যবস্থা নেবেন। শিক্ষকরা শাস্তি দিলে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেবে। মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় শাস্তির বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন ও পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাস্তিদাতা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ও ১৯৭৪ সালের শিশু আইন এবং বিভাগীয় বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আগের মতো বড় ধরনের শাস্তি না দেওয়া হলেও ছোটখাটো শাস্তি এখনো দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট করে বলে না দেওয়া হলে শাস্তি বন্ধ করা কষ্টকর। কারণ কানটানা, চুলটানার মতো বিষয়কে শিক্ষকরা শাস্তি গণ্য করেন না। এ ছাড়া শাস্তি যে দেওয়া যাবে না তা অভিভাবকসহ সবাইকে জানাতে হবে, স্কুলে নির্দেশনা টানিয়ে রাখতে হবে। বড় অক্ষরে বড় একটি বোর্ডে লিখে রাখতে হবে যাতে সবার নজরে পড়ে।

উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও ২০১০ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ সব স্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শাস্তি নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। তাদের পরিপত্রে কোনো ধরনের শাস্তি দেওয়া যাবে না তা উল্লেখ করা হয়েছে।